দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 1 6 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শাবির ভিসি নিয়োগ ঝুলে গে ছাত্রদের মধ্যে অনিশ্চয়তা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

ঝুলে গেছে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি নিয়োগ প্রক্রি ফলে দীর্ঘ ৬ মাসের চলমান অচলাবস্থা আরো দীর্ঘতর হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। প্রায় ৫ হা ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। কবে নাগাদ এ অচলাবস্থার অবসান হবে কেউ বলতে পারছে না। উল্লেখ্য, গত ১৪ মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে।

আমাদের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, গত ১২ মে স্থানীয় রাগীব রা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সাথে শাবির একদল ছাত্রের বাকবিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে পুলিশের গু শাবির ৫ ছাত্র আহত হয়। ১৪ মে তাদের ১ জন ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যায়।

পাঁছলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে (১৯শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্র

শাবির ভিসি

(২০শ পৃঃ পর)

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অবহেলার অযুহাতে তারা ভিসি ড. মোসলেহ উদ্দিনের বাসভবনে ৫ ঘন্টা জ্বালাও-পোড়াও ও ভাংচুর অভিযান চালায়। অবশেষে ভিসি জীবন রক্ষার্থে একটি পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে ঢাকায় চলে যান।

কিন্তু জোরপূর্বক পদত্যাগপত্র আদায় করার কারণে সরকার তাকে ভিসি হিসেবে বহাল রাখেন। ফলে ভিসি ড. মোসলেহ উদ্দিন গত ৫ জুলাই ক্যাম্পাসে প্রত্যাবর্তন করেন। গত ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৯ আগস্ট থেকে পুনরায় ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তবে দুর্নীতির অভিযোগে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী শিক্ষকরা ড. মোসলেহ উদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে অনড় থাকে। একই দাবিতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ক্লাস শুরুর দিন থেকে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়। গত ১০ সেপ্টেম্বর বিএনপি ও জামায়াত পন্থী শিক্ষকরাও মজুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামানের সাথে বৈঠকে ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আর্থিক অস্বচ্ছতা, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গসহ বিস্তর অভিযোগ করেন। গত ৩১ আগস্ট থেকে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন শুরু করেন। সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রথম দিকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তবে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক হাতাহাতি ঘটনার পরই সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ভিসির অপসারণের আন্দোলনে রূপ নেয়।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আবু আহমেদ এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের ড. আব্দুর রবের নাম শোনা গেলেও এর কোন অগ্রগতি হয়নি। প্রফেসর আবু আহমেদ উক্ত পদে যেতে অস্বীকৃতি জানালে এবং ড. আব্দুর রবের জামায়াত ঘেঁষার কারণে এ প্রক্রিয়া থেমে যায়। এদিকে একটি সূত্র জানায়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ স্বপদে বহাল থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী তবনসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট ধরনা দিচ্ছেন।

এদিকে দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হলেও শাহ জালাল